তারিখ . 02 APR 2016 ... ...
.. 20 কলাম ..16.. ......

প্রথম আলো

চট্টগ্রাম নগরের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ মাঠে গতকাল এইচএসবিসি-প্রথম আলো আয়োজিত ভাষা প্রতিযোগে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে এক শিক্ষার্থীর উচ্ছ্বাস ● সৌরভ দাশ

পরীক্ষার সুযোগ কেন একবার?

সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ●

'একবার না পারিলে দেখ শতবার'—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে পরীক্ষায় একবারের বেশি সুযোগ দেওয়া হয় না কেন? অনেক দিন ধরে এ প্রশ্ন ভাবাচ্ছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আহসান উল হাবিবকে। ভাষা প্রতিযোগে এই প্রশ্নটি করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি সে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে অনেকটাই নির্ভার হাবিব।

তবে গতকালের সকাল হাবিবসহ আরও অনেককে ভাবনাহীন থাকতে দেয়নি। টানা বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা হাওয়া। এমন বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও সাড়ে পাঁচ শ শিক্ষার্থী সঠিক সময়েই হাজির হয় চট্টগ্রাম নগরের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ মাঠে। এইচএসবিসি-প্রথম আলো আয়োজিত ভাষা প্রতিযোগে অংশ নিতে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেছে তারা। অঙ্গীকার করেছে বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার।

সকাল সাড়ে নয়টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের উপাধ্যক্ষ শাহিন আল রাজি। ভাষা প্রতিযোগের পতাকা উত্তোলন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. দানীউল হক। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী কুমিল্লা, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে পাঁচ শ শিক্ষার্থী ৩৫ মিনিটের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। এই পরীক্ষা শেষে বানান নিয়ে পাঁচ মিনিটের আরেকটি লিখিত পরীক্ষা হয়। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসবের এই পর্বটি ছিল সবচেয়ে জমজমাট। একবারের বেশি পরীক্ষা দেওয়ার কেন সুযোগ দেওয়া হয় না—হাবিবের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

পরীক্ষার সুযোগ কেন একবার?

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষকেরা বলেন, 'নিয়ম-নীতির কারণে হয়তো একবার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে তুমি শতবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখো, যাতে একবারেই সফল হও।'

এক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ছিল, বাংলা বর্ণমালায় কোনো বর্ণে কেন পূর্ণমাত্রা, কোনো বর্ণে কেন অর্ধমাত্রা আবার কোনো বর্ণ কেন মাত্রাহীন থাকে? জবাবে এক শিক্ষক মজা করে বলেন, 'এটা তো আমি বলতে পারব না। যাঁরা হরফ তৈরি করেছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন।' পরে অবশ্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, লেখার সুবিধার জন্য এবং লেখাটি দেখতে যাতে সুন্দর হয়, সে জন্য কোথাও মাত্রা দেওয়া হয়েছে, কোথাও দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া দেখতে একই রকম বর্ণের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে মাত্রা যোগ বা বর্জন করা হয়।

কারও প্রশ্ন ছিল, 'বাংলা ভাষার জন্ম কবে'; কেউবা জানতে চেয়েছে, 'প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষা শুধু ভদ্র মানুষের ভাষা হিসেবে কেন পরিচিত ছিল? কৌতূহল জাগানো বিভিন্ন প্রশ্ন করে পুরস্কার হিসেবে অনেকে জিতে নেয় বই।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সৈয়দ আজিজুল হক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মো. দানীউল হক।

প্রশ্নোত্তর পর্ব সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ভাষা প্রতিযোগের সমন্বয়কারী তারিক মনজুর। এ সময় গান পরিবেশন করে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তানহা ইসলাম।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে বানান পরীক্ষায় বিজয়ী আট শিক্ষার্থীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বানান প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় তিনজন বিজয়ী হয়। তাদের 'বানান বীর' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে কুমিল্লা জিলা স্কুলের ইশতিয়াক আহমেদ।

দুপুরে উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে গান শোনান ক্লোজআপ ওয়ান শিল্পী রাশেদ। পরে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের উপাধ্যক্ষ শাহীন আল রাজীর হাতে 'ভেন্যু স্মারক' তুলে দেওয়া হয়। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, এইচএসবিসির চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপক আহমাদ রবিউল হাসান ও *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী।

সাজ্জাদ শরিফ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'বাংলা ভাষাকে ভালোবাসবে। এই ভাষার জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে। পৃথিবীর যেখানে যাও, বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমরা এগিয়ে গেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।'

উৎসবের শেষ পর্বে প্রতিযোগের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার সাহিত্য সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস। অতিথিরা শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক—এই চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি বিভাগে ১৫ জন করে ৬০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের মধ্যে সেরাদের সেরা হয়েছে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া মোবাশ্বেরা। বিজয়ী শিক্ষার্থীরা ঢাকায় জাতীয় উৎসবে অংশ নেবে।